সংবাদ

তারিখ 30 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকের অমানবিক শাসনের শিকার মেধা মানসিক ভারসাম্যহীন

প্রতিনিধি, বোয়ালমারী (ফরিদপুর)

শিক্ষকের অমানবিক শাসনের শিকার হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বর্তমানে ঢাকায় চিকিৎসাধীন আছে বোয়ালমারী উপজেলার চতুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উম্মে রাদিয়া মেধা। উচ্ছল-চঞ্চলা মেয়েকে চোখের সামনে এভাবে মানসিক রোগী হতে দেখে মুষড়ে পড়েছেন পরিবারের অন্যরাও। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন মেধাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার। কিন্তু দেখা দিয়েছে সংশয়- মেধা কি আর সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারবে? এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর একটি অভিযোগপত্রও পাঠিয়েছে ভুক্তভোগী ও এলাকার জনগণ। জানা যায়, ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. জাহিদুল ইসলাম গত ২০ এপ্রিল স্কুল পালানোর অপরাধে মেধাকে বেধড়ক মানসিক : পৃষ্ঠা ১৯ ক : ৬

মানসিক : ভারসাম্যহীন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মারপিট করে পীঠ মোড়া দিয়ে শ্রেণী কক্ষের বেঞ্চের সঙ্গে বেঁধে রাখে। মধ্যযুগীয় এ বর্বর নির্যাতনের কারণে মেধা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে সে ঢাকায় তার মামা মো. আহাদ মৃধার বাসায় থেকে মানসিক চিকিৎসক ডা. সুরেশচন্দ্র দাসের অধীনে চিকিৎসা নিচ্ছে।

এ ব্যাপারে মেধার মা আসমা বেগম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, শিক্ষকদের আচরণ আরও সহনীয় ও বন্ধুসুলভ হওয়া উচিৎ। অভিযুক্ত শিক্ষক মো. জাহিদুল ইসলাম সরাসরি বিষয়টি অস্বীকার করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্যারভীন বানম বলেন, স্কুলের শিক্ষকদের ভেতরে দলাদলির কারণে এ রকম বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তবে মেধাকে নির্যাতনের বিষয়টি সত্য নয় বলে তিনি জানান। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. মফিজুল ইসলাম জানান, এ ধরনের কোন ঘটনা তার জানা নাই।